উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-৪০৩৮৮/২০১৯

মোঃ মাসুদুল হক মাসুদ

.....আসামী-দরখাস্তকারী।

বনাম

রাষ্ট্র

.....প্রতিপক্ষ।

জনাব আল ফয়সাল সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট
.....আসামী-দরখাস্তকারীর পক্ষে।

জনাব মাহবুবে আলম, অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেন বাপ্পী, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস মৌদুদা বেগম, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস হাসিনা মমতাজ, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল এবং
মিস শাহানা পারভীন, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
.....প্রতিপক্ষের পক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখঃ ০৫ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

আসামী-প্রার্থীপক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারা মতে জামিন আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান রুলটি ইস্যুক্রমে প্রতিপক্ষকে এই মর্মে কারণ দর্শাতে বলা হয় যে, কেন আসামী-প্রার্থীকে ঢাকার বিজ্ঞ যুগ্ম মেট্রোপলিটন ৩য় দায়রা জজ, আদালতে বিচারাধীন দায়রা মামলা নং-৭৩৬১/২০১৯; বংশাল থানার মামলা নং-৩৪ তারিখ ২২/০১/২০১৯ মোতাবেক জি.আর. নং-৩৪/২০১৯ টেবিল ৮(খ)/১০(ক) সঙ্গে ধারা ৩৬(১), মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১৮ মামলায় জামিন প্রদান করা হবে না বা অত্র আদালতের বিবেচনায় যথাযথ প্রচারযোগ্য এতদ্সংশ্লিষ্ট অন্যবিধ আদেশ বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রচারিত হবে না।

বংশাল থানার এস.আই মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ২২/০১/২০১৯ইং তারিখে বর্তমান আসামীকে গ্রেফতার করে উপরোক্ত থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন, যা বংশাল থানার মামলা

নং-৩৪ তারিখ-২২/০১/২০১৯, ধারা-মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) এর ৮(খ)/৩৬(১) এর ১০(ক) হিসেবে রুজু হয়।

এজাহারে উল্লেখ করা হয় যে, দরখাস্তকারী-আসামীর নিকট হতে ১০২ পুরিয়া অর্থাৎ ১২(বার) গ্রাম হেরোইন এবং ১০ পিচ ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করা হয়। মামলার তদন্ত শেষে বর্তমান আসামীর বিরুদ্ধে ২০/০২/২০১৯ইং তারিখে উপরোক্ত ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে মামলার নথি মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা-এর আদালতে প্রেরণ করা হয়, যা বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ ০৯/০৪/২০১৯ইং তারিখে গ্রহণ করেন এবং মামলাটি দায়রা মামলা নং-৭৩৬১/২০১৯ হিসেবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়; ঐ তারিখেই বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা আসামীর বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) এর ৮(খ)/৩৬(১) এর ১০(ক) ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ০২/০৫/২০১৯ইং তারিখে মামলাটি বিচারের জন্য মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা-এ স্থানান্তরিত হয়। বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ ০৯/০৫/২০১৯ইং তারিখের আদেশে আসামীর জামিন আবেদন না-মঞ্জুর করেন।

অতঃপর আসামী-ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৯৮ অনুযায়ী অত্র আদালতে জামিনের আবেদন করলে রুলটির উদ্ভব হয়।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন-২০১৮ এর ধারা ৪৪ উল্লেখ করে নিবেদন করেন যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর ধারা ৪৪ এর বিধান অনুসারে যেহেতু ট্রাইব্যুনাল বা গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতকে বিচারের ক্ষমতা দেয়া হয় নাই সেহেতু মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা-এর অত্র মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করার কোন এখতিয়ার নেই এবং ঢাকার বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ ক্ষমতা বর্হিভূত ভাবে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে নিয়েছেন, যার ফলে অত্র মামলার সকল কার্যক্রম কলুষিত (vitiated) হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮-এর ধারা ৪৪ নিম্নরূপঃ

"১। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।

২। উপধারা (১) এর অধীন একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হইলে ট্রাইব্যুনাল গঠনকারী প্রজ্ঞাপনে প্রতিটি ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভূক্ত এলাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার অফিসারদের মধ্য হইতে বিচারক নিযুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জেলায় অতিরিক্ত জেলা জজ না থাকিলে উক্ত জেলার দায়রা জজ তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত মাদকদ্রবা অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪। এই ধারার অধীন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট জেলার যে কোন অতিরিক্ত জেলা জজ বা দায়রা জজ কে তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৫। সরকার যে স্থান বা স্থান সমূহ নির্ধারন করিবে সেই স্থানে বা স্থানসমূহের যে কোন স্থানে ট্রাইব্যুনাল বসিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

৬। এই ধারার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকার সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহন করিবে।"

বিজ্ঞ আইনজীবীর উত্থাপিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর ধারা ৪৪ পরীক্ষা করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর বিধান অনুসারে ট্রাইব্যুনাল গঠন না হওয়ার বিষয়টি জনস্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্ব ও উদ্বেগের সাথে বিবেচনায় গ্রহণ করি। সর্বোপরি আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর উত্থাপিত বক্তব্যের প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা আছে মর্মে প্রতিয়মান হওয়ায় ঢাকার বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারককে ট্রাইব্যুনাল গঠন না হওয়া স্বত্ত্বেও, কোন্ ক্ষমতা বলে অত্র মামলাটি বিচারের জন্য আমলে গ্রহন করেছেন এবং যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা এর বিজ্ঞ বিচারক কোন্ ক্ষমতা বলে অত্র মামলার বিচারকার্যক্রম পরিচালনা করছেন-তা লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

এছাড়াও রুলটি ইস্যুর সময়ে ১। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়গণ-কে আগামী

২৪/০৭/২০১৯ এর পূর্বে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৪-এর বিধান অনুযায়ী কোন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে কি না অথবা অন্তবর্তী সময়ের জন্য প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে অন্য কোন আদালতকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কি না-তা অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ করা সংগত হবে যে, রুলটি ইস্যুর সময়ে আসামী দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য এবং প্রতিপক্ষ-রাষ্ট্রপক্ষের জামিন প্রদানে আপত্তি বিবেচনায় নিয়ে অত্র রুল নিষ্পত্তি হওয়া সাপেক্ষে আসামী-প্রার্থী **মোঃ মাসুদুল হক মাসুদ**-কে বিজ্ঞ যুগ্ম মেট্রোপলিটন, ৩য় দায়রা জজ, ঢাকা-এর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে জামিননামা দাখিলের শর্তে ৬(ছয়) মাসের জন্য অন্তবর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হয়।

অত্র আদালতের আদেশ প্রতিপালনে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ ও বিজ্ঞ যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ঢাকা পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা উভয়েই বর্তমান মামলাটি পরিচালনায় এখতিয়ার না থাকার বিষয়টি স্বীকার করে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

রুলটি চুড়ান্ত শুনানীর সময়ে আমরা আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ও রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্য শ্রবণ ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর অধীন অপরাধ সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলা সমূহের বর্তমান অচলাবস্থার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছি।

এ কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই যে, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর ধারা ৪৪ অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠন না হওয়ায় নিম্ন আদালত সমূহে মাদক সংক্রান্ত মামলার জামিন ও বিচার কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন আইনী জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলার বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে আছে। ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত এই সৃষ্ট অচলাবস্থা লক্ষ্য করতে হচ্ছে। এই অচলাবস্থা দ্রুত নিরসনের জন্য ইতোপূর্বে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষন করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মৌখিকভাবে জানানো হয়। কিন্তু কার্যকর কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় বিগত ০৮/০৭/২০১৯ইং তারিখে বর্তমান রুলটি ইস্যুর সময়ে ১। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং ২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ

বিষয়ক মন্ত্রনালয়কে ২৪/৭/২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত পদক্ষেপের বিষয়ে আদালতকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়।

এর প্রেক্ষিতে ২৪/০৭/২০১৯ ইং তারিখ বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতকে অবহিত করেন যে, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত বিধানটি সংশোধনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে এবং আইনটি সংশোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আদালত ১৩/১০/২০১৯ইং তারিখের মধ্যে অচলাবস্থা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দেন।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের উপরোক্ত বক্তব্য এবং আদালতের উদ্বেগের পরেও ইতোমধ্যে অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে; এবং বাস্তবতা এটাই যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮, ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে কার্যকর হলেও ঐ আইনের বিধান অর্থ্যাৎ ধারা ৪৪ অনুযায়ী মাদক সংক্রান্ত অপরাধসমূহের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল কিংবা ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা অতিরিক্ত জেলা বা দায়রা জজকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব অদ্যাবধি প্রদান করা হয়নি কিংবা আইনের কোনরূপ সংশোধনও করা হয়নি। সৃষ্ট এ পরিস্থিতি অনভিপ্রেত , দুঃখ ও হতাশাজনক। আমরা দৃঢ় ভাবে বলতে চাই বিচার কার্যক্রমে কোন স্থবিরতা বা শুন্যতা থাকতে পারে না এবং এ অবস্থাকে কোন ভাবে প্রশ্রয় দেয়াও সঠিক হবে না।

আমরা সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন অর্থ্যাৎ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫(২) নিখুঁত ও নিবিড় ভাবে পরীক্ষা করেছি। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যেহেতু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর ধারা ৪৪ অর্থাৎ ট্রাইব্যুনাল গঠন কিংবা জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজকে ট্রাইব্যুনালের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়ার বিধানটি অদ্যাবধি কার্যকর হয়নি, সেহেতু বিচার প্রক্রিয়ার শুন্যতা পূরনে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫(২) বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য এবং কার্যকারিতা পাবে।

এ প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া-এর **আতিক-উর-রহমান বনাম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ দিল্লি গং** মামলাটি প্রনিধানযোগ্য। (সূত্র: MANU/SC/0336/ 1996; AIR 1996 SC 956)। ঐ মামলায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে,

> "whether in the absence of the appointment of a Municipal Magistrate, a Metropolitan Magistrate can take cognizance and try an accused for commission of an offence punishable under the Delhi Municipal Corporation Act,1957."

অর্থাৎ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন, ১৯৫৭ এর বিধান অনুসারে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত না হওয়ায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ঐ আইনের অধীনে সংঘঠিত অপরাধ আমলে গ্রহণ ও বিচার করার এখ্তিয়া আছে কিনা? এ প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া-এর অভিমত এই যে,

> "The jurisdiction of the criminal courts under section 4 Cr. P.C. is comprehensive and exhaustive. To the extent that no valid machinery is set up under any other law for trial of any particular case, the jurisdiction of the ordinary criminal court cannot be said to have been excluded. Exclusion of jurisdiction of a court of general jurisdiction can be brought about only by setting up of a court of limited jurisdiction in respect of the limited field provided that the vesting and the exercise of that limited jurisdiction is clear and operative. Thus, where there is no

valid machinery for the exercise of jurisdiction in a specific case, the exercise of jurisdiction by the judicial magistrates or the Metropolitan Magistrates, as the case may, is not excluded.

.....

.....

.....

Where, no court of a Municipal Magistrate has been constituted under section 469 of the Act and no Notification has also been issued conferring the powers of a Municipal Magistrate on a particular Judicial Magistrate of the First Class or a Metropolitan Magistrate, as the case may be, the jurisdiction of an ordinary criminal court to take cognizance of the offences committed under the Act, rules, regulations or bye-laws made thereunder is exercisable by the courts of general jurisdiction established to try offences under the Indian Penal Code as well as the offences under any other law. .....

.....

> ..... We, therefore, unhesitatingly come to the conclusion that in the absence of establishment of the courts of a Municipal Magistrate under section 469 of the Act, the Magistrates of the First Class including Metropolitan Magistrates are competent to try offences punishable under the Act, rules, regulations or bye-laws made therefore, is in the affirmative.....
>
> .....
>
> We need not emphasise that if in the meanwhile a court of Municipal Magistrate has been established under section 469 of the Act, the trial of the complaint shall be conducted by that court and the complaint shall be deemed to have been transferred to that court for its trial in accordance with law from the court of the Metropolitan Magistrate."

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ইন্ডিয়ার ফৌজদারী কার্যবিধি ১৯৭৩ এর ধারা ৪ আমাদের ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫ এর অনুরুপ।

উপরোক্ত আলোচনা এবং সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আদালত আদেশ প্রদান করছে যে, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ধারা ৪৪ অনুসারে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা কিংবা গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে*

বিকল্প আদালতকে ক্ষমতা না দেয়া অথবা ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত আইনের বিধান সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর অধীনে দায়েরকৃত সকল মামলার বিচারিক কার্যক্রম ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ৫(২) অনুসরনে ঐ কার্যবিধির ২য় তপসিলে উল্লেখিত "অন্যান্য আইনসমূহের অধীনে অপরাধ (offences against other laws)" বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা এবং বিজ্ঞ যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত-ঢাকা এর ব্যাখ্যাসমূহ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়ায় নথিভুক্ত করা হলো।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষন ও নির্দেশনা সহ বর্তমান রুলটি চুড়ান্ত (Absolute) করা হলো।

আসামী-দরখাস্তকারী **মোঃ মাসুদুল হক মাসুদ** এর অন্তবর্তীকালীন জামিন স্থায়ী করা হলো এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিন বহাল থাকবে। তবে, আসামী কর্তৃক জামিনের সুযোগ অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালত যেকোন সময় আইন অনুযায়ী জামিনের আদেশ বাতিল করতে পারবেন।

অত্র রায়ের পর্যবেক্ষনের আলোকে মহানগর যুগ্ম দায়রা জজ, ৩য় আদালত বর্তমান মামলাটির বিচার কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার আছে কিনা, তা নির্দ্ধারন পূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

অত্র আদেশ কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১। সচিব, সুরক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, ২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং ৩। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

অত্র রায়ের কপি সংশ্লিষ্ট আদালতসহ উপরোক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

আমি একমত